

## প্রজ্ঞাপনঃ ১৯৯৬

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

### পরিপত্র নং ১/১৯৯৬

#### বিষয়ঃ পুলিশ কর্মকর্তাদের আচরণ

সামাজিক শৃংখলা রক্ষা, সমাজের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং একটি সুস্থ স্বাভাবিক সমাজজীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা পুলিশের দায়িত্ব। অপরাধ নিবারণ ও সংঘটিত অপরাধের উদঘাটন পুলিশের প্রধান কাজ হইলেও সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের জানমাল ও অধিকার ও সম্বন্ধের নিরাপত্তা প্রদান ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে পুলিশ কর্মকর্তাগণের নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা, সততা, জবাবদিহিতা, সদাচরণ ও দৃঢ় মনোবল বজায় রাখিয়া দায়িত্ব সম্পাদন একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য শৃংখলাবোধ ও পেশাগত জ্ঞান পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জন্য অপরিহার্য।

#### ১. শৃংখলাবোধ ও পেশাগত জ্ঞান

দেশব্যাপী পুলিশের সকল ইউনিটের সদস্যগণ দিবারাত্রি অবিরাম পরিশ্রম করে আইনশৃংখলা রক্ষায় এবং ব্যক্তিগত কষ্ট স্বীকার করিয়া জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও সকলের সম্ভ্রম ও অধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়া মাতৃভূমি স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়া পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ অসাধারণ গৌরব ও যশের অধিকারী হইয়াছেন যাহা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

বিগত ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সনে সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা একটি সম্মানজনক অধ্যায়। সম্প্রতিকালে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। জনগণের জানমাল ও ইজ্জত রক্ষা করিতে গিয়া প্রয়োজনে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া পুলিশ বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সদস্যগণ জনমনে আস্থার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

তবে অপ্রিয় হইলেও সত্য যে, সম্প্রতি কিছু কিছু অবস্থিত ঘটনা দেশে ও বিদেশে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং মানবাধিকার ও সেবার ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করিয়াছে। পত্র-পত্রিকায় জনগণের অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাতীয় ঘটনায় দ্রুত অনুসন্ধান করে দোষী পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আইনের আওলে এনে জনগণের আস্থা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। দুর্নীতি, অসাধুতা, পক্ষপাত, অন্যায় আচরণ, মানবাধিকার বিরোধী ব্যবহার, কর্তব্যকর্মে অবহেলা, ঔদ্ধত্য তথা রক্ষক হয়ে ভক্ষকের অধিকার। অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি পরিহার করার জন্য সার্বক্ষণিক সতর্ক থাকিতে হইবে।

#### ২. সৎ জীবনযাপন

সকল পুলিশ কর্মকর্তাকে জ্ঞাত আয়ের মধ্যে সৎ জীবনযাপন করিতে হইবে এবং তাহাদের সততা জনসাধারণের নিকট দৃশ্যমান হইতে হইবে। এক্ষেত্রে সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাদের আচরণ। দৃষ্টান্তমূলক হইতে হইবে। যাহাতে অধীনস্থ কর্মকর্তারা ঐরূপ জীবনযাত্রায় অনুপ্রাণিত হয়।

#### ৩. উন্নততর শৃংখলা ও আচরণ প্রতিষ্ঠা

অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ ও অনভিপ্রেত কাজের কুপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পূর্বাঙ্কেই সবাইকে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে। সমাজে অপরাধ নিবারণের মত পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও শুদ্ধি প্রক্রিয়া চলিতে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভীতি, চাপ, অনুরাগ, বিরাগ, প্রলোভন বা অবৈধ প্রভাব যেকোনভাবেই পুলিশের আইনানুগ কার্যক্রমে প্রভাবিত না করিয়া সেই সম্পর্কে সবাইকে সজাগ থাকিতে হইবে। একই সঙ্গে অধীনস্থদের শৃংখলা, কল্যাণ ও মনোবলের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা কোন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে তাহার নিরপেক্ষ আইনানুগ অনুসন্ধান নিশ্চিত করিয়া আইন ও বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নৈতিক মানোন্নয়নের জন্য অব্যাহত প্রয়াস রাখা এবং ভাল কাজের জন্য অধীনস্থদের উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করা দ্বারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

#### ৪. আইনের চোখে সবাই সমান

জনগণের সহিত অধিকতর সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি, মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা ও মানবিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনের নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি ও সংগঠনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার লক্ষ্যে পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে মনে রাখিতে হইবে যে, শুধুমাত্র আইনের চোখে সবাই সমান হইলে চলিবে না, আইন প্রয়োগকারীর চোখেও সবাইকে সমান হইতে হইবে। কেবলমাত্র আইনের বিধান মোতাবেক প্রয়োজন না হইলে কোন অবস্থায় বলপ্রয়োগ বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার চলিবে না, উপযুক্ত ক্ষেত্রে যতটুকু বলপ্রয়োগ আইনানুগভাবে প্রয়োজন, তার বেশি প্রয়োগ করা যাইবে না।

#### ৫. আইন প্রয়োগে কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা নয়

পুলিশের নিকট সাহায্য প্রার্থী সবার সহিত সহানুভূতিশীল ও মার্জিত ব্যবহার করিতে হইবে। এবং দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নিতে হইবে। অপরাধমূলক আচরণের নির্যাতন হইতে সবাইকে রক্ষা করিতে হইবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সব ধরনের সম্ভাব্য মানবীয় সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। আইন প্রয়োগে কঠোরতা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কোন অবস্থায় নিষ্ঠুর বা অমানবিক আচরণ করা যাইবে নিষিদ্ধ। বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি সমবেদনা ও সম্মানবোধ রক্ষা করিতে হইবে। আইনসম্মত কারণ না থাকিলে কাউকে গ্রেফতার করা যাইবে না।

#### ৬. অভিযোগকারীর সহিত মানবিক ব্যবহার ও ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ

পুলিশের অন্যতম কার্যকরী ইউনিট হইতেছে, থানা। একজন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যখন কোন অভিযোগ নিয়া থানায় আসে, তখন তাহার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তাহার সহিত মার্জিত ও সহানুভূতিশীল আচরণ করিতে হইবে। অবিলম্বে ঘটনাস্থলে অফিসার ও ফোর্স পাঠাইতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যে আস্থার ভাব ফিরাইয়া অনিতে হইবে। নিষ্ঠা ও সততার সহিত তদন্ত ও অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া অনিতে হইবে।

#### ৭. নারী ও শিশু অধিকার বাস্তবায়ন

অন্যান্য অপরাধ দমনের পাশাপাশি নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সব ধরনের অপরাধ দমনে পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে বিশেষভাবে সক্রিয় থাকিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের দ্রুত বিচারের জন্য আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে। নারীর অধিকার রক্ষায়, বিশেষ করিয়া বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে গৃহীত কনভেনশনের আলোকে নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় পুলিশের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সামাজিকভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও পুলিশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের সর্বাধিক ভূমিকা রাখবে।

#### ৯. শৃংখলা ও কল্যাণ সম্পর্কিত

পুলিশ বিভাগের শৃংখলা রক্ষায় চেইন অব কমান্ড নিশ্চিত করিতে হইবে। বদলী, পদোন্নতি এবং প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি পরিহার করিতে হইবে। উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ তাহাদের অধীনস্থদের বদলী, পদোন্নতি এবং অন্যান্য সরকারি ও ব্যক্তিগত কল্যাণের দিকে ন্যায়সঙ্গতভাবে নজর রাখিলে এ জাতীয় চাপের অবকাশ থাকিবে না। এতে করে পুলিশ কর্মকর্তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলো যেমন মিটানো যাইবে, তেমনি বিভাগীয় শৃংখলা বৃদ্ধি পাইবে।

#### ৯. সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের সহিত সুসম্পর্ক

সংবাদপত্র ও সাংবাদিক সহিত সুসম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের সহিত অনানুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা নিজের সমস্যা ও সফলতা বা কৃতিত্বের বিষয়টি তুলিয়া ধরিতে হইবে এবং পুলিশ বিভাগের ভাবমূর্তি উন্নয়নে তাহাদের সহৃদয় সহযোগিতার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

সর্বোপরি পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে মনে রাখিতে হইবে, জনগণের অর্থে জনসেবা প্রদানের জন্যই তাহারা নিয়োজিত। সেবার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। বিশেষ করিয়া প্রভুসুলভ আচরণ পরিহার করিয়া সেবক হইতে হইবে। সকলের নিরপেক্ষ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা পুলিশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে সর্বাধিক ভূমিকা রাখিবে। পুলিশকে সত্যিকার অর্থে জনগণের বন্ধুরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

এই পরিপত্র অনুলিপি আপনার অধীনস্থ প্রতিটি ইউনিটে পাঠানোর এবং ইহার মর্মার্থ প্রতিটি সদস্য যাহাতে উপলব্ধি করেন তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনকালে পরিপত্রের নির্দেশ সম্বন্ধে অধীনস্থ কর্মকর্তারা অবগত আছে কিনা তাহা ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইবেন।

( এম আজিজুল হক )  
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।  
পরিপত্র নং ৬/৯৬

বিষয়ঃ পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইউনিফর্ম সঠিকভাবে পরিধান প্রসঙ্গে।

যথাযথভাবে ইউনিফর্ম পরিধান করা পুলিশ বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যের শৃঙ্খলা-বোধের পূর্বশর্ত। সম্প্রতিকালে লক্ষ্য করা যাইতেছে, পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ডিউটিরত থাকাকালীন যথাযথভাবে ইউনিফর্ম পরিধান করেন না। বিশেষতঃ অনেকে তাহাদের মাথার ক্যাপ পরিধান করেন না, শার্টের বোতাম খুলিয়া রাখেন এবং পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেন না, যাহা শৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে।

এমতাবস্থায় পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে ইউনিফর্ম পরিধান করিয়া কর্তব্যে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছেঃ

- ১। মাথায় টুপি পরিষ্কার আছে কিনা তাহা চেক করা এবং টুপি সঠিকভাবে পরিধান করা ;
- ২। প্রয়োজনে রফচিস্মত চশমা পরিধান করা ;
- ৩। মাথার চুল বিধি অনুযায়ী ছোট রাখা ;
- ৪। শার্ট ও প্যান্টের সকল বোতাম লাগানো, কোন অংশ ঘেঁড়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং যথাযথভাবে ইথ্রি করা আছে কিনা তাহা চেক করিয়া দেখা ;
- ৫। প্যান্ট ও শার্টের রং বিধি অনুযায়ী আছে কিনা তাহা চেক করা ;
- ৬। বেল্ট পরিষ্কার ও ছেঁড়া কিনা এবং যথাযথভাবে লাগানো হইতেছে কিনা চেক করিয়া দেখা ;
- ৭। প্রাপ্যতা অনুযায়ী রিবন শার্টের বোতাম পাশে ও নেম ট্যাগ শার্টের ডান পাশে সঠিক স্থানে বা সঠিকভাবে লাগানো হইয়াছে কিনা তাহা চেক করিয়া দেখা ;
- ৮। জুতা ও মোজা বিধি অনুযায়ী আছে কিনা এবং জুতা যথাযথভাবে পলিশ করা হইয়াছে কিনা তাহা চেক করিয়া দেখা ;
- ৯। যাহারা দাড়ি রাখে না তাহাদের ক্লিন সেভ, আছে কিনা তাহা চেক করা ;
- ১০। সরকারিভাবে সরবরাহকৃত, ব্যান্ডোলিয়ার ব্যবহার করা হইতেছে কিনা তাহা চেক করা ;
- ১১। মেট্রোপলিটন পুলিশের রায়ট কন্ট্রোল ডিভিশন ও এসএএফ-এ কর্মরত কর্মচারীগণ কর্তৃক রায়ট কন্ট্রোল ডিউটির সময় হেলমেট ব্যবহার এবং অন্যান্য সময় ব্যারেট ক্যাপ পরিধান করা।

উল্লেখিত নির্দেশাবলী ব্যতীত পুলিশ একাডেমীর এবং চারটি পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষার্থীগণকে সঠিকভাবে ইউনিফর্ম পরিধানের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অধ্যক্ষ, পুলিশ একাডেমী এবং পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের কমান্ডেন্টদেরকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর  
(মোঃ ইসমাইল হোসেন)  
এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পরিপত্র ৭/৯৬

বিষয়ঃ জনসাধারণের সহিত পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সৌজন্যমূলক আচরণ প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি বিভিন্ন মহল হইতে সরকারের উদ্ধতন কর্মকর্তাদের নিকট অভিযোগ আসিতেছে যে, থানা এবং ট্রাফিক ডিউটিতে নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ জনসাধারণের সহিত কখনো কখনো অসৌজন্যমূলক আচরণ করিয়া থাকেন। ইহাতে জনসাধারণের নিকট পুলিশের ভাবমূর্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। জনসাধারণের সহিত এইরূপ আচরণের ফলে অনেক সময়ে উদ্ধতন কর্মকর্তাদের ব্রিতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

এমতাবস্থায়, পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল রাখার লক্ষ্যে সকল ইউনিটে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ যাহাতে জনসাধারণের সহিত মার্জিত ও ভদ্রোচিত ব্যবহার করেন তাহা নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল। স্মরণ রাখিতে হইবে, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদেরকে কঠোর হইতে হইবে; তবে শিষ্টাচার যেন লংঘিত না হয়।

স্বাঃ

( মোঃ ইসমাইল হুসেন )

এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ

বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং অপরাধ/২০৭-৯৮(ডিএমপি-৯২)/১৯৬৯(৯৭)

তারিখ : ০৭/০২/১৬

বিষয়ঃ আদালতে সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

জানানো যাইতেছে যে, পুলিশ অফিসারগণ কর্তৃক মামলায় যথাসময়ে সাক্ষ্য প্রদান না করিবার কারণে এবং বারবার তাদের নিকট সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে সমন/ পরোয়ানা/জামিনের অযোগ্য পরোয়ানা প্রেরণ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান না করায় আদালত হইতে এখন আইজিপি মহোদয়ের নিকট প্রচুর সমন/ওয়ারেন্ট/আদালতের আদেশনামা প্রেরিত হইতেছে। পুলিশ অফিসারগণ আদালত হইতে সমন পাওয়ার পর কোন সন্তোষজনক কারণ ব্যতীত আদালতে যথাসময়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে না গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে বিভাগীয় মামলা করা হইবে মর্মে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং অপরাধ ১/১-৯২ (সাধারণ) ৪০৯০ (৭০) তাং ২৮/১১/৯৩ এবং স্মারক নং অপরাধ ১/১-৯২ (সাধারণ)/৯১২৪(৭০) তাং ২৪/১২/৯৭-মূলে নির্দেশ জারি করা সত্ত্বেও অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না।

আদালতের সমন/পরোয়ানা/জামিনের অযোগ্য পরোয়ানা প্রাপ্তির সাথে সাথে নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিতকরণের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হইল। কোন করম সন্তোষজনক কারণ ব্যতীত কেহ সাক্ষ্য প্রদানে বিরত থাকিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এবং তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এবং একই কারণে সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিট কর্মকর্তার নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

অতএব, স্মারকের নির্দেশের আলোকে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য আপনাকে পুনরায় নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর

(এম জেড আই তালুকদার)

এআইজি (অপরাধ-১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং জিএ/৬০-৯৪/১২৮০ (২০০)

তারিখঃ ১০/৪/৯৬

বিষয়ঃ বিদেশ ভ্রমণ ও জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণের অনুমতি গ্রহণের জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে।

পরিলক্ষিত হইতেছে, বিভিন্ন সংস্থা/ইউনিটে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ বিদেশ ভ্রমণ এবং জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণের অনুমতি প্রদানের জন্য যেই সমস্ত আবেদনপত্র প্রেরণ করেন তাহাতে প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উল্লেখ করা হয় নাই। আলোচ্য সমস্যার সমাধানকল্পে বিদেশ ভ্রমণ এবং জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত প্রণীত ২টি স্ট্যান্ডার্ড স্কচ এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হইল।

অতএব, এখন হইতে বিদেশ ভ্রমণ এবং জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণের অনুমতি লাভের জন্য উল্লেখিত স্কচ মোতাবেক আবেদন করিবার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে নির্দেশ প্রদান করিতে আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ

(এম. এ. হানিফ)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণের জন্য অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত প্রত্যাশিত তথ্যাদি

- |   |   |
|---|---|
| ১। আবেদনকারীর নাম   | : |
| ২। পিতা/স্বামীর নাম   | : |
| ৩। পদবী এবং কর্মস্থলের ঠিকানা   | : |
| ৪। বর্তমান স্কেল ও বর্তমান বেতন   | : |
| ৫। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ  | : |
| ৬। প্রস্তাবিত জমির মূল্য/নির্মিতব্য বাড়ির আনুমানিক ব্যয় বাবদ দেয় অর্থের পরিমাণ | : |
| ৭। আলোচ্য জমির বিবরণ  | : |
| (ক) দাগ নং  | : |
| (খ) খতিয়ান নং  | : |
| (গ) মৌজা নং   | : |
| (ঘ) থানা  | : |
| (ঙ) জেলা/শহর  | : |
| (চ) ক্রয়তব্য জমির পরিমাণ   | : |
| ৮। বায়নাপত্রের সত্যায়িত কপি (যদি থাকে)  | : |
| সংযুক্তি করিতে হইবে   | : |
| ৯। জমি ক্রয়ের জন্য অর্থ সংস্থানের বিস্তারিত বিবরণ                                | : |
| (ব্যাংকের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি সমেত)   | : |

১০।বিদেশে প্রেষণে কিংবা অন্য কোনভাবে নিয়োজিত থাকিয়া অর্জিত অর্থকে প্রস্তাবিত বিষয়ে ব্যয়ের উৎস হিসাবে দেখানো হইলে

- (ক) সরকারি বিজ্ঞপ্তি নং ও তারিখ :
- (খ) আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট নম্বর :
- (গ) বিদেশে গমনের তারিখ ও সংশ্লিষ্ট দেশের নাম :
- (ঘ) বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের তারিখ :
- (ঙ) বিদেশে চাকুরীকালীন মাসিক বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের পরিমাণ ও সর্বমোট উপার্জনের পরিমাণ (ব্যাংকের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করিতে হইবে) :
- (চ) বৈদেশিক মুদ্রা জমাকৃত ব্যাংকের নাম ও এফসি একাউন্ট নম্বর :
- (ছ) বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশী মুদ্রা টাকায় রূপান্তরের তারিখ ও মূল্যসহ সর্বমোট টাকার পরিমাণ (ব্যাংকের সনদপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে) :

- (জ) বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় বিমান/সামুদ্রিক বন্দর-এর কাষ্টমস-এর নিকট সঙ্গে আনাবৈদেশিক মুদ্রার ঘোষণাপত্র এবং ফরম ঘোষণার সত্যায়িত কপি :
- (ঝ) দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা/টাকা খরচের পরিমাণ :

১১। জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণের সময় আবেদনকারীর ব্যাংকেগচ্ছিত অর্থের পরিমাণ (ব্যাংক সনদপত্রের সত্যায়িতকপি) এবং সর্বশেষ সম্পদ বিবরণী দাখিল করিতে হইবে :

- ১২।(ক) জমি দান প্রসঙ্গে তথ্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
- (খ) নিবন্ধনকৃত দানপত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করিতে হইবে :
- (গ) বায়-নামা দলিলের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত ও করিতে হইবে :

১৩। বাড়ি নির্মাণ বাবদ এইচবিএফসি/ব্যাংক হইতে ঋণমঞ্জুরীর পরিমাণ (মঞ্জুরীপত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) :

১৪। জমি ক্রয়ের অনুমতি সংশ্লিষ্ট পত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করিতে হইবে :

১৫। ব্যাংক অথবা অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে ঋণদান গ্রহণ করিলে ঋণ প্রদানকারী/দাতার নাম, ঠিকানা, পেশা ও আবেদনকারীর সাথে তার সম্পর্ক :

১৬। বাড়ির নকলসহ প্রাক্কলিত ব্যয় (পৌর এলাকায় হইলে অনুমোদিত) :

১৭। সর্বশেষ কবে সম্পদের বিবরণী দাখিল করিয়াছেন (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) :

বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত প্রত্যাশিত তথ্যাদি

- ১। দরখাস্তকারীর নাম, পদবী ও কর্মস্থল :
- (ক) নাম :
- (খ) পদবী :
- (গ) কর্মস্থল :
- ২। পিতা/স্বামীর নাম :
- ৩। বেতন স্কেল :
- (ক) বর্তমান বেতন স্কেল :
- (খ) বর্তমান বেতন :
- ৪। চাকুরীতে যোগদানের বিবরণ :
- (ক) যোগদানের তারিখ :
- (খ) যে পদে যোগদান করিয়াছেন :
- ৫। যেই সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক :
- ৬। পাসপোর্টের বিবরণ :
- (ক) পাসপোর্ট নম্বর :
- (খ) পাসপোর্ট ইস্যুর তারিখ :
- (গ) কোথা হইতে ইস্যু করা হইয়াছে :
- (ঘ) পাসপোর্টে বর্ণিত পেশার বিবরণ :
- ৭। ভ্রমণের উদ্দেশ্য (চিকিৎসা সংক্রান্ত হইলে ডাক্তারী  
সনদপত্র সংযোজন করিতে হইবে) :
- ৮। ভ্রমণের সময় :
- (ক) কতদিনের জন্য ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক :
- (খ) ভ্রমণ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ :
- ৯। ভ্রমণ পথ (বিমান/সড়ক) :
- ১০। ছুটির প্রাপ্যতা সনদপত্র সংযুক্ত করা হইয়াছে কিনা :
- ১১। যদি পরিবারের অন্যান্য সদস্য ভ্রমণসঙ্গী হন তাহা হইলে  
তাহাদের প্রত্যেকের নাম, বয়স এবং সম্পর্ক :

১২। ভ্রমণ ব্যয়ভার বহনের উৎস (যদি নিজস্ব উৎস ব্যতীত) :  
বিদেশে অবস্থানরত কোন আত্মীয়-স্বজন ব্যয়ভার বহন  
করেন তাহা হইলে তাহাদের নাম, ঠিকানা এবং সম্পর্ক উল্লেখ  
করিতে হইবে

১৩। আত্মীয় কর্তৃক ব্যয়ভার বহন সম্পর্কে (অণ্ডযবহরণপঞ্চবফ) কাগজপত্র  
সংযুক্ত করিতে হইবে :

১৪। ইতিপূর্বে কোন দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকিলে  
তাহার নাম ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও ভ্রমণের সময় উল্লেখ করিতে হইবে :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
পুলিশ শাখা ২

নং-স্বম/পু-২/পদক-২/৯৬/২৬১

তারিখঃ ২০-০৩-১৪০০

প্রজ্ঞাপনা

১২ জুন, ১৯৯৬ তারিখে সৃষ্ট নিরপেক্ষভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেলস, বাংলাদেশ আনসার ও  
ভিডিপি এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সদস্যগণ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করায় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬ স্মরণে তাহাদিগকে সংসদীয় নির্বাচন জুন,  
৯৬ চ নামে একটি পদক প্রদান করা হইল। পদকের বিবরণী ও প্রাপ্যতার যোগ্যতা নিম্নরূপ :

(১) (ক) পদকের নামঃ সংসদীয় নির্বাচন জুন, ৯৬ চ পদক।

(খ) প্রাপ্তির যোগ্যতা ও ১২ জুন, ১৯৯৬ তারিখে যে সকল  
পুলিশ/বিডিআর/আনসার ও ভিডিপি এবং কোস্ট গার্ড সদস্য নির্বাচন কাজে তালিকাভুক্ত ছিলেন সেই সকল সদস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত  
হইবেন।

(২) সংসদীয় নির্বাচন, জুন ৯৬ পদক-এর গঠন ও

(ক) ইহা সাদা শংকর ধাতু দ্বারা তৈরি করা হইবে।

(খ) ইহার আকৃতি ষড়ভুজ হইবে এবং দুই বিপরীত কোণ মধ্যবর্তী ৩৫ মিঃ মিঃ হইবে।

(গ) ইহা সম্মুখভাবে একটি বর্গাকৃতি ব্যালট বাক্সের ছিদ্রে ভাঁজ করা ব্যালট পেপারে অর্ধাংশ উৎকীর্ণ থাকিবে।

(ঘ) ইহার সম্মুখ ভাগ সংসদীয় নির্বাচন এবং নিম্নাংশে জুন ৯৬ উৎকীর্ণ থাকিবে।



(৬) পশ্চাদিক মধ্যভাগে সংসদ ভবন এবং উপরে বাংলাদেশ উৎকীর্ণ থাকিবে

(৩) নির্বাচন জুন ৯৬ পদকের রিবন ও রিবনের প্রস্থ ৩০ মিঃমিঃ হইবে। রিবনের মধ্য ভাগ সাদা, উহার উভয় পাশে সবুজ এবং দুই পাশে অর্থাৎ সবুজ রং-এর উভয় পাশে গাঢ় লাল রং হইবে। প্রত্যেক রং-এর প্রস্থ সমান অর্থাৎ ৬ মিঃ মিঃ করিয়া হইবে।

(৪) পদের ক্রমিক মান ও পরিধান পদ্ধতি। এই পদক সংবিধান পদক-এর কনিষ্ঠ হইবে এবং পোশাকে সংবিধান পদক এবং পরবর্তী কনিষ্ঠ স্থানে পরিধান করা হইবে। ইহার রিবন পরিধানের ক্ষেত্রে একই জ্যেষ্ঠতা বজায় থাকিবে।

২। বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেলস, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সদস্যগণ নিজ নিজ পদক সংগ্রহ করিবেন।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বাক্ষর  
(সৈয়দ মোঃ নূরুল ইসলাম)  
উপ-সচিব (পুলিশ)

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

নং-জিএ/১৮৮-৮৪ (অংশ)/৩৯১৪

তারিখঃ ১৪-৮-৯৬

সাম্প্রতিককালে পরিলক্ষিত হইতেছে, ঢাকার বাহিরে কর্মরত কিছু পুলিশ কর্মকর্তা ছুটিতে অথবা সরকারি কাজে ঢাকা আসিয়া পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সহিত স্ফুটিত পোশাকে সাক্ষাৎ করেন ইহা কাম্য নহে।

ভবিষ্যতে আইজিপি মহোদয়সহ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অবশ্যই ইউনিফর্ম পরিহিত হইতে হইবে।

স্বাক্ষর  
(মোঃ ইসমাইল হুসেন)  
অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

নং-জিএ/১৮৮-৮৪ (অংশ)/৩৯১৪/১(১১০)

তারিখঃ ১৪-৮-৯৬

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

স্বাক্ষর  
(এম. এ. হানিফ) সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (সংস্থাপন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং কে/১৪৩-৯৪/১৩৬৮(১২৫)

তারিখঃ ২৯-৮-৯৬

বিষয় : পদক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও নিয়মাবলী।

উপরোক্ত বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্ত স্মারক নং স্বম/পু-২/পদক-১/৯৫/২৬৫/১ তারিখ ৪-৭-৯৬ ও নং স্বম/পু-২/পদক-২/৯৬/২৬১/১ (১০) তারিখ ৪-৭-৯৬-এর অনুলিপি এতদসঙ্গে সদয় অবগিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হইল। ইহা ব্যতীত রিবন পরিধান সংক্রান্ত একটি ছক ও নিয়মাবলী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

স্বাক্ষর  
মোহাম্মদ আনিসুর রহমান  
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (সরবরাহ)  
বাংলাদেশ, ঢাকা।  
ফোনঃ ৯৫৬১৮৪৬

স্মারক নং কে/১৪৩-৯৪/১৩৬৮/১

তারিখঃ ২৯-৮-৯৬

পদক/রিবন পরিধানের নিয়মাবলী

(ক) বাংলাদেশ মেডেল (গ্যালান্ট্রি এওয়ার্ডস)

- ১। বীর প্রতীক
- ২। বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল
- ৩। প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল

(খ) বাংলাদেশ মেডেল (স্বাধীনতা যুদ্ধ স্মারক মেডেলস (স্টার/অপারেশনাল মেডেল)

- ১। জয় পদক
- ২। সংবিধান পদক
- ৩। নিরাপত্তা পদক
- ৪। রণতীরকা
- ৫। সময় পদক

মুক্তি যুদ্ধের জন্য

৬। মুক্তি তারকা

(গ) বাংলাদেশ মেডেলস (নন-অপারেশনাল)

১। সংসদীয় নির্বাচন, ১৯৯১ পদক

(ঘ) বাংলাদেশ মেডেলস (অন্যান্য)

১। জ্যেষ্ঠতা পদক -১

২। কাশ্মীর ক্যাম্প

প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর সদস্য

৩। সিতারা-ই-হার্ব

৪। তামাজ্জা-ই-জাং

৫। আইজিপি ব্যাজ

৬। জ্যেষ্ঠতা পদক - ১

৭। জ্যেষ্ঠতা পদক - ২

৮। জ্যেষ্ঠতা পদক - ৩

৯। সংসদীয় নির্বাচন জুন ১৯৯৬ পদক।

(৩) বিদেশী মেডেলস

১। জাতিসংঘ মেডেল।